৬. শহর ও নগর সংক্রান্ত তথ্য

শহর ও নগরের অধিবাসীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। নাগরিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হচ্ছে নগরবাসী। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যেন কোন উপায় নেই। তাই নানা ধরনের সমস্যাকে সঙ্গী করেই চলছে আমাদের নাগরিক জীবন। এসব সমস্যা দেখে নগরবাসীর মনে সবসময়ই নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকি দেয়। যেমন:

- বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি হয় কেন?
- শহরে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
- রাস্তার পাশের ড্রেন ভরাট হয়ে সারা বছর পানি জমা হয়ে থাকে কেন?
- কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত লোডশেডিং হবে সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেয়?
- রাস্তার বাতি জ্বলছেনা কেন?
- আমাদের এলাকার রাস্তাটি কখন সংস্কার করা হবে?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী শহর ও নগর বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট কার্যালয়ে (যেমন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, রাজউক ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় শহর ও নগর খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো:

১. বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে যে জন দুর্ভোগ হয় তার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কোনো সরকারী বিধি আছে কিনা এবং থাকলে গত এক বছরে এ ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার রিপোর্ট দেখতে চাই।

২. ঢাকা শহরে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার? শহরে রাস্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কত গাড়ির নিবন্ধন দেয়া হবে এ ধরনের নীতিমালার কপি পেতে চাই। নীতিমালা না থাকলে এব্যাপারে সরকারের কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত আছে কিনা জানতে চাই।

৩. যেসব পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের এক বা একাধিক গাড়ি আছে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে কি না জানতে চাই।

৪. সাধারণ নাগরিকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলাচলের জন্য সরকারী পর্যায়ে যেসব সভা হয়, গত একবছরে সেসব সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ দেখতে চাই।

৫. ঢাকা শহরের বনানী এলাকার ২৫নং রোড সংলগ্ন রাস্তার পাশের ড্রেন ভরাট হয়ে সারা বছর পানি জমা হয়ে থাকে। এই ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার? কর্তৃপক্ষের এই কাজ করার জন্য এই

এলাকায় কত জনবল নিয়োজিত আছে? এদের তত্ত্বাবধানকারীর নাম কি? তত্ত্বাবধানকারীর কাজের রেজিস্টার খাতা দেখতে চাই।

৬. ঢাকা শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাভিত্তিক বাজেট কত তা জানতে চাই? কিভাবে এ কাজ পরিচালনা করা হবে তার নির্দেশ এবং বাস্তবায়নের নিয়মাবলী সংক্রান্ত নীতিমালার কপি পেতে চাই।

৭. রাস্তার পাশে নিত্য নতুন সিএনজি স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে যা শহরের যানজট সৃষ্টি করছে। এগুলো স্থাপনের বরাদ্দ কাদের দেয়া হচ্ছে এবং কোন নীতিমালার ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে তার কপি পেতে চাই।

৮. সৈয়দপুর পৌরসভার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তাগুলো বিগত ১০ বছর ধরে কার্পেটিং করা হয় না যার ফলে তা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। পৌরসভা এলাকায় কোন রাস্তা কখন সংস্কার করা হবে এ বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা জানতে চাই।

৯. সাতক্ষীরা জেলার চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা গত ৫ বছর ধরে জলাবদ্ধতায় নষ্ট হয়ে আছে। ২০০৯ সালে কিছুদিন মেরামতের কাজ হলেও এক পর্যায়ে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই রাস্তার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত কি, কারা কাজ পেয়েছিল, কিভাবে কাজ পেয়েছিল, কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল এবং কত দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করার কথা ছিল তা জানতে চাই।

১০. ঢাকা শহরের কোন এলাকায় প্রতিদিন বা কি কি বারে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত লোডশেডিং হবে সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেয়? কর্তৃপক্ষ লোডশেডিং-এর ব্যাপারে যে নীতিমালা বর্তমানে অনুসরণ করছে তার কপি পেতে চাই।

১১. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে স্থাপিত ট্রাফিক সিগনালের বাতির ব্যবহার কোন কোন জায়গায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় আবার কোথাও হয় না। কোন কোন ট্রাফিক পয়েন্টের বাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলবে এবং কোন কোন পয়েন্টে পুলিশ হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবে সে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়েছে তা জানতে চাই।

১২. রাতে কুষ্টিয়া পৌরসভার অনেক এলাকার বাতি জ্বলে না । কোন কোন রাস্তার বাতি জ্বলছেনা এগুলো দেখার দায়িত্ব কার? রাস্তার বাতি ফিউজ হলে কতদিনের মধ্যে তা পাল্টানোর নিয়ম?

১৩. গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুষ্টিয়া পৌরসভায় রাস্তার লাইটপোস্টে ব্যবহারের জন্য কতো বাতি কেনা হয়েছে এবং কতো বাতি ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

১৪. রেষ্টুরেন্টে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাসি খাবার পরিবেশন করলে নাগারিক হিসেবে আমি কোথায় এর প্রতিকার পাব? এসব রেষ্টুরেন্ট মালিকদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাই।

১৫. পৌরসভা এলাকায় রাস্তার পাশের আবর্জনার ডাস্টবিন পরিস্কার করার নিয়ম কি? কার দায়িত্বে কি প্রক্রিয়ায় এসব কাজ করা হয়? কয়দিন পর পর ডাস্টবিন গুলো পরিস্কার করার নিয়ম তা জানতে চাই ।

১৬. বাংলাদেশে রাস্তা মেরামত বা সংস্কারের সরকারী নীতিমালা পেতে চাই। বর্ষাকালে রাস্তা মেরামত ক'রে জনদুর্ভোগ যাতে না বাড়ানো হয় সে ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাই।

১৭. বাড়ি নির্মাণ কাজের জন্য নির্মাণসামগ্রী রাস্তার পাশে যত্রতত্র ফেলে রেখে জন-দুর্ভোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষের তা জানতে চাই এবং গত একবছরে এব্যাপারে কোন কোন বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তথ্য জানতে চাই ।

১৮. ঢাকা শহরের নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনাগুলোর তালিকা এবং এগুলো উচ্ছেদের জন্য এ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত রিপোর্টের ফটোকপি পেতে চাই।

১৯. ২০১১ সালে কতজনকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই এবং লাইসেন্স বিহীন গাড়ী চালানোর জন্য কতজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

২০. বর্তমান অর্থ বছরে ঢাকা শহরে মশা নিবারণের জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সিদ্ধান্তসমূহ জানতে চাই। এর জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত জানতে চাই। বাস্তবায়নে কারা দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের নামের তালিকা পেতে চাই। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাসিক মনিটরিং রিপোর্টের কপি পেতে চাই।

২১. রাস্তায় অনেক সময় লাল বাতি জ্বললে যানবাহন চলতে থাকে এবং সবুজ বাতি জ্বলতে থাকা অবস্থায় যানবাহন চলাচল বন্ধ কওে রাখা হয় এটি কোন আইনের ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশ করে থাকে তা জানতে চাই।

২২. ট্রাফিক পুলিশ কোন কোন গাড়ীকে (বিশেষ করে সরকারী অফিসের গাড়ীগুলোকে) নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাস্তায় মোড় নিয়ে যেতে দেয় দেয় কিন্তু অন্যান্য গাড়ীকে বাধা দেয় - এটি কোন নিয়মের ভিত্তিতে দেয় এবং ট্রাফিক পুলিশ এরকমভাবে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করতে পারে কি না তা জানতে চাই।

২৩. প্রাইভেট বাড়ী নির্মাণের জন্যে বিভিন্ন সময় বাড়ির মালিক দ্বারা রাস্তা ভেঙ্গে ফেলা হয় কিন্তু পরবর্তীতে তা আর মেরামত করা হয় না। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কি তা জানতে চাই। গত এক বছরে এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার লিখিত কপি পেতে চাই।

২৪. নদ-নদী ও খাল বিলে বিভিন্ন বর্জ্য ফেলে নদীর পানি দূষিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রযেছে এবং গত তিন বছরে কি কি পদক্ষোপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। শহর ও নগর বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট কার্যালয়ে (যেমন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, রাজউক ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। (আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)